24 FEB 2013

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিদেশী শিক্ষার্থীরা যেভাবে একুশ পালন করে

সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ

বাংলা ভাষার জন্য লড়াই করে শহীদ হওয়ার ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের কোমল মনকেও নাড়া দেয়। তারা জানে, বাংলার দামাল ছেলেদের মুখের ভাষা কেউ কেড়ে নিয়ে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। বাংলা ভাষার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্মানের কথা তারা গর্ব করে স্মরণ করে। তাদের মতে, এমন 'গর্বিত' ভাষার দেশে তারা লেখাপড়া করতে এসেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫০ জনের মত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। বর্তমানে এদের মধ্যে চীন থেকে আগতদের সংখ্যা বেশী। তবে উচ্চশিক্ষার জন্য নেপাল থেকেই বেশী এসেছে। বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ২৫ জনের মত ছাত্র-ছাত্রী চীন থেকে এসেছে। এরা ভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলা ভাষার উপর অধ্যয়ন করছে। নেপালী ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশ ফার্মেসী বিভাগে পড়ছে। এরপর রয়েছে ইরানীদের প্রাধান্য। ইরানী ছাত্রদের অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। আর সোমালিয়ার ছাত্ররাও ফার্মেসীতে পড়ছে। দু'-একজন রয়েছে পাকিস্তানী।

মজার ব্যাপার হল, এদের সবাই সুন্দরভাবে বাংলায় কথা বলতে পারে। ইংরেজীর চেয়ে বাংলা ভাষায় তাদের উচ্চারণ বেশী স্পষ্ট- লক্ষ্য করা গেছে। কেউ কেউ নিজের দেশের ভাষার কবিতা বাংলায় অনুবাদ করতে সাহায্য করছে। পান্না, থাপা, ভূপাল প্রসাদ গুপ্ত, নুরু উল্লাহ আনসারী, দীপক সাগর, তরুণ কুমার, পবন কুমার, সুলতানিয়া প্রমুখ নেপালী ছাত্র-ছাত্রী শেহাবউদ্দিন আহমদকে সহায়তা করেছে নেপালী কবিতা অনুবাদ করে বাংলায় প্রকাশ করতে।

একুশ যেভাবে পালন করে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা

প্রতিবছর একুশ পালন করে। তারা নিজেদের উদ্যোগে অনুষ্ঠান করে। পুষ্পস্তবক দেয়। ইরানী ছাত্র, ডঃ তিরদাদ পারভেজ জানালেন, তিনি প্রতিবছর শহীদ মিনারে যান। ক্যাম্পাসে আন্তর্জাতিক হলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেন। বাংলা ভাষাকে তিনি তার দারুণ ভালবাসার কথা জানিয়ে অনেক কথাই বললেন। তিনি বলেন, 'বাংলাতো আমাদেরও ভাষা. বাংলা ভাষায় অনেক ইরানী শব্দ রয়েছে।' তিনি বলেন, প্রায় ২৫ হাজার ইরানী শব্দ রয়েছে বাংলা ভাষা জুড়ে। তরুণ ডাক্তার পারভেজ আরো জানান যে, তিনি ভাষা আন্দোলনে শহীদ সালাম-বরকতের নাম তাদের উৎসর্গের কথাও জানেন। ভাষার কথা বলতে বলতে তিনি এক পর্যায়ে বলে উঠেন, 'মায়ায় বাইরের লক্ষে লাগানো আকুশে..... মামি কে ভুলেতে পারি।'

একুশ নিয়ে নেপালী ছাত্র দিপক সাগর বলেন, 'খুব খারাপ লাগে ভাষার জন্য আত্মদানকারী ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করে। নেপালী ছাত্র দীপক ফার্মেসী বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র। সে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলে। অপরদিকে একই বিভাগের নেপালী ছাত্র মোঃ শফিউল্লাহ অনর্গল বাংলায় কথা বলে। সে হুমায়ুন আহমদের বই পড়ে। মাঝেমধ্যে নভেলও পড়ে বলে জানালো। বাংলা ম্যাগাজিন পত্রিকা যায়যায়দিনেরও পাঠক সে।

চীনা ছাত্র চেন ঔ ভাষা ইনস্টিটিউটের ছাত্র। ইংরেজীর চেয়ে বাংলা যে ভাল বলতে ও লিখতে পারে। একুশে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মিনারে একাকী গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে বলে সে জানায়। শ্রদ্ধা জানাতেই সে শহীদ মিনারে গিয়েছিল। এখান থেকে বাংলা ভাষা শিখে চীনের বাংলা মিডিয়াতে কাজ করবে।